হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
মমির অভিশাপ
আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

মমির অভিশাপ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

মমির অভিশাপ

অভিযাত্রী-দলের প্রত্যাবর্তন

লিভারপুল, বৃহস্পতিবার।
সন্ডার্স-হার্ডিম্যান অভিযাত্রী-দলের সাতজন সদস্য আজ লিভারপুলে পৌঁছন। পেরু ও বলিভিয়ার নানা দুর্গম অঞ্চলে দু'বছর তাঁরা বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়েছিলেন। কয়েকটি প্রাচীন ইন্‌কা-সমাধি তাঁরা আবিষ্কার করেন। তার একটিতে ছিল রাজকীয় স্বর্ণমুকুট-পরা একটি মমি। প্রমাণ মিলেছে যে, এটি ইন্‌কা রাসকার কাপাকের সমাধি।

পৌঁছে গেছি, কুট্টস !
সুপ্রভাত নেস্টর ! ক্যাপ্টেন বাড়িতেই আছেন তো ?
না, মিঃ টিনটিন, ঘোড়ায় চড়ে তিনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন ।
এখনই ফিরবেন ।
ওই দেখুন......
ঘোড়া এসে গেছে, তখন কর্তাও...
!
এবারে আসবেন ।
কী খবর ক্যাপ্টেন ?
কে মশাই আপনি ?
একটু দাঁড়ান...
নেস্টর, আর-একটা নিয়ে এসো !

2

আসছি সার ।

ধন্যবাদ নেস্টর ।

আরে, টিনটিন যে ! কী আনন্দ, কী আনন্দ !

তারপর ? ব্যাপার কী ?
একটু তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম । অধ্যাপক ক্যালকুলাস কোথায় ?

ওই তো ! ওঁর ধারণা, এর কাছেই একটা স্যাকসন সমাধিক্ষেত্র আছে । উনি সেটা খুঁজছেন ।

এই যে প্রোফেসর ! খবর কী ?
আরে টিনটিন ! হঠাৎ এখানে ?

দিন কয়েক থাকবে নিশ্চয় ?
না না, আজই আমি লন্ডনে ফিরব !

বাঃ বাঃ, খুব চমৎকার খবর !

পরে দেখা করব, কেমন ?

বুড়ো একেবারে বদ্ধ কালা ! এসো ভেতরে এসো ।

ও হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ল....
!

চলো, একটা আশ্চর্য জিনিস তোমাকে দেখাচ্ছি ।

এসো, এসো...
!
!
?
বাঃ নেস্টর শাবাশ।

ভৌ ভৌ...
ভৌ ভৌ...
ফোঁ ফোঁ...
ফ্যাশ, গরর্...
ফ্যাশ !
ওয়াঁও...
দ্যাখ দুষ্টু, কী করেছিস তুই !
আরে যেতে দাও... এসো আমার সঙ্গে.....
একটা আশ্চর্য ব্যাপার তোমাকে দেখাব ।
এসে গেছি ।
যা করছি দেখে যাও ।
দাঁড়াও, মনোক্‌ল্‌টা দরকার...
হ্যাঁ, এইবারে দ্যাখো, এই পাত্তরে আমি জল ঢাললুম, কেমন ?
তারপর... হুঁ হুঁ বাবা...
কাগজের এই নলটার মধ্যে কিছু আছে ? নেই, কেমন ? একদম ফাঁকা তাই না !
হ্যাঁ, ফাঁকা ।

বেশ বেশ,এখন এই নল দিয়ে আমি পাত্তরটাকে ঢেকে রাখছি। পাত্তরে কী আছে ভুলে যাওনি তো ?
জল আছে ?

জল.... জল... কেমন ? এবারে দ্যাখো !

!
দ্যাখো !

পাত্তরের মধ্যে কী আছে ?
বললুম তো, জল ।

জল ? হা হা হা হা হা । .....জল । আর হাসিয়ো না। নলটা একবার তোলো তো ।

কী, তুলেছ ? হা হা হা হা....

হা হা হা হা ।
হো হো হো হো ।

?
হি হি হি হি ।

ব্যাপার কী ক্যাপ্টেন ? পাত্তরের মধ্যে জলই তো রয়েছে ।

জল ! বেশ, তা হলে খেয়েই দেখি ।
হা হা-হা হা... টিনটিন বলছে এটা জল !

আরে তাই তো !
জলই তো । যাচ্চলে !

জলের বদলে এই গেলাসে কী থাকবে বলে তুমি ভেবেছিলে ?
কেন, হুইস্কি ।

হুইস্কি ? তার মানে ? জলকে কি হুইস্কি করে দেওয়া যায় নাকি ?

যায়, যায় । সে করতে পারে ।
কে ?

জাদুসম্রাট ব্রুনো । স্টেজে সে খেলা দেখাচ্ছে। দিনের পর দিন আমি তার খেলা দেখছি আর ভাবছি কীভাবে সে এটা করে !

কাল মনে হল, রহস্যটা ধরতে পেরেছি । কিন্তু এখন বুঝলুম, পারিনি । চলো, আজ সন্ধেয় আবার তার খেলা দেখব ।

ভাল করে দ্যাখো । ব্যাপারটা বুঝে নাও ।
ওর খেলা তো আর এখনই হচ্ছে না !

প্রথম হচ্ছে ফকির রাগডালাম আর জামিলার খেলা । তারপরে রামন জারাটের ছোরার খেলা । তারপরে....
ওই তো রাগডালাম ।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আজ আমি সম্মোহনের এক আশ্চর্য খেলা দেখাব ।

হাম্বালাপুরের মহারাজাকে এই খেলা দেখিয়ে আমি খেতাব পাই । যোগী চন্দ্র পটনগর আমার গুরু আর জামিলা আমার শিষ্যা....

এই হচ্ছে জামিলা ।

7

জামিলাকে আমি হিপনোটাইজ করছি। তারপর দেখুন...

জামিলা, তুমি প্রস্তুত ?
হ্যাঁ, প্রস্তুত।

তা হলে বলো, সামনের সারির এই ভদ্রলোকের নাম কী ?
অগস্টাস।

কী, ঠিক হয়েছে ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আচ্ছা জামিলা, এই ভদ্রমহিলার ব্যাগের মধ্যে কী আছে বলো তো ?
রুমাল, চাবি, ডায়েরি, পাউডারের কৌটো... আর... আর... ড্রাইভিং লাইসেন্স...

লাইসেন্সের নম্বরটা কী জামিলা ?
সাত ছয় আট এক তিন সাত...
ঠিক, ঠিক।

আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না ?

আচ্ছা জামিলা, এবারে বলো, তৃতীয় সারির ওই ভদ্রমহিলা কি বিবাহিতা ?
হ্যাঁ।

বেশ। এবারে বলো ওঁর স্বামীর পেশাটা কী ?
ফোটোগ্রাফি।

কী, ঠিক তো ?

হ্যাঁ, ঠিক।

ওঁর স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে আসছেন ... তিনি... তিনি... তিনি খুব অসুস্থ... রহস্যময় অসুখ...

ব্যাপার কী? আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন নাকি ?

মারাত্মক অসুখ..... । সূর্য-দেবতার প্রতি-হিংসা-মমির অভিশাপ...

উঃ ।

!

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, একটা ঘোষণার জন্য কিছুক্ষণ আমাদের শো বন্ধ রাখতে হচ্ছে । এখানে কি মিসেস ক্লার্কসন বলে কেউ আছেন ? তাঁর স্বামী খুব অসুস্থ বলে বাড়ি থেকে খবর এসেছে । দয়া করে এখনই তিনি বাড়ি চলে যান ।

অসম্ভব ! নিশ্চয় এটা একটা সাজানো ব্যাপার ।
আমার তা মনে হয় না । সন্ডার্স-হার্ডিম্যান অভিযাত্রী-দলের ফোটোগ্রাফারের নাম ক্লার্কসন ।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, এই ঘটনায় জামিলও একটু অস্থির হয়ে পড়েছেন । সুতরাং হিপনোটিজমের বদলে এখন শুরু হবে রামন জারাটের ছোরার খেলা ।

উঃ, লোকটার দারুণ টিপ !

কিন্তু মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ?

এই খেলা খুব বিপজ্জনক খেলা । আপনারা একটাও কথা বলবেন না । একদম চুপ করে থাকুন...

ক্যাপ্টেন, তোমার দূরবিনটা একবার দাও তো...

আরে, এ তো জেনারেল আলকাজার।
!
সে আবার কে ?
বাঃ, সান থিয়োডোরসের প্রেসিডেন্ট আলকাজারকে তোমার মনে নেই ? কিন্তু এখানে তিনি উদয় হলেন কেন ?
এটা খুব শক্ত খেলা।
এটা আরও শক্ত।
এটা তার চেয়েও শক্ত।
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, এবারে দেখাব আমার সবচেয়ে শক্ত খেলা... চোখ বেঁধে ছোরা নিক্ষেপ। ইউরোপে এ-খেলা কেউ কখনও দেখেনি। আসুন, কেউ এসে আমার চোখ বেঁধে দিন।
শক্ত করে বেঁধেছি।
ধন্যবাদ...
উঃ, এই খেলাটা দেখতে-দেখতে শিউরে উঠতে হয়। ভয়ঙ্কর।
ছুড়ব ?
ছোড়ো।

দেখুন, উনি অক্ষত

উঃ কী দারুণ টিপ। আশ্চর্য ব্যাপার!
যা বলেছ!

এর পরে কী আছে দেখা যাক.... উরিব্বাবা।

এর পরে যে কোকিলকণ্ঠী বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়োরের গান।
তুমি তো ওঁকে চেনো

চিনি বইকী, হাড়ে-হাড়ে চিনি, কত জায়গায় যে ওঁর গান শুনতে হয়েছে আমাকে!
ওই যে কোকিলকণ্ঠী আসছেন।

আমি আজ আপনাদের মনের মতো কয়েকটা গান গাইব।

আমি একটি ছোট্ট মেয়ে, দারুণ ছোট্ট আমি

কী বাজখাঁই গলা রে বাবা!
তা যা বলেছ।

কী জানো, ওঁর গান শুনলে মনে হয় যেন আটলান্টিকে আমার জাহাজ একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে পড়েছে......

চোখের তারা নীলচে আমার, চুলগুলি বাদামি।

ওঃ, দারুণ জমেছে।

!
!
ভৌ ভৌ... ভৌ ভৌ... ভৌ ভৌ।
?
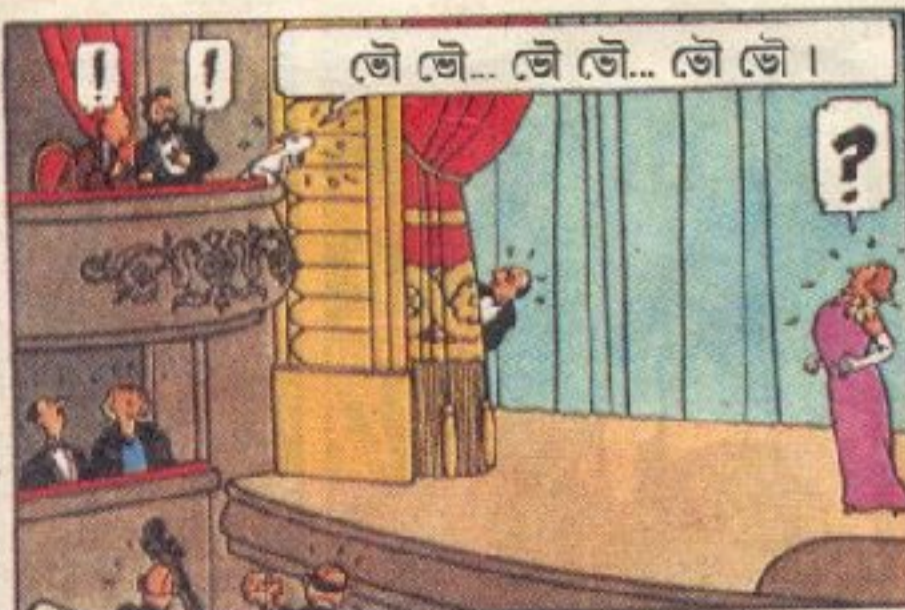
সরে পড়ো।

বাপ রে, কী গলা !
কুট্টুসও কম যায় না ।

চলো, জেনারেল আলকাজারের সঙ্গে দেখা করা যাক ।
তা মন্দ কী ।

এইদিকে ?
তাই মনে হচ্ছে ।
প্রবেশ নিষেধ

এটাই ঠিক পথ তো ?
দেখাই যাক না....

কোথায় এলুম ?
কী জানি ।
প্রবেশ নিষেধ

চলো, ওদের জিজ্ঞেস করা যাক ।

আচ্ছা, রামন জারাটের ঘরটা কোথায় বলতে পারেন ?
ওইদিকে, চোদ্দ নম্বর ঘর ।

ওদের চিনতে পারলে ?
হ্যাঁ, সেই ফকির আর জামিলা ।

এটা হচ্ছে ১২ নম্বর ঘর...

এইটে ১৪...
RACING SPECIAL

ঠক্ ঠক্ ঠক্
14

আসুন ।
14

হ্যাল্লো জেনারেল আলকাজার ।
14
RAMO

কী, চিনতে পারছেন না ?

12

আরে, টিনটিন। কী আনন্দ। কী আনন্দ। উঃ কদ্দিন বাদে দেখা।

আর ইনি? এঁকে তো চিনলুম না!
ক্যাপ্টেন হ্যাডক। মনে নেই?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় মনে আছে! তারপর কী খবর?
ভালই।

না, এরা পুলিশ নয়।
যাক বাবা।
!

ওর নাম চিকিটো। পাসপোর্ট ভিসা এইসব নিয়ে পুলিশ খুব হাঙ্গামা করে তো... চিকিটো তাই সারাক্ষণই ভয়ে থাকে।
তা তো বটেই, তা তো বটেই!

উঃ, কদ্দিন বাদে দেখা। এসো, একটু আনন্দ করা যাক।

তোমাদের দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার!
আমারও।
আমারও।

পানীয়টা কিন্তু বড্ড ঝাঁঝালো।
আরে ধুত, ঝাঁঝালো তো কী হয়েছে?

আমাকে এখানে ছোরার খেলা দেখাতে দেখে অবাক হচ্ছ তো? তা এই হচ্ছে জীবন। দেশে বিপ্লব হল। আমার ক্ষমতা গেল......

ফলে জেনারেল টাপিওকা এখন গদিতে বসেছে, আর আমি ছোরার খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।

চলো, সিটে ফেরা যাক। নয়তো পরের খেলাটা দেখা যাবে না।
ঠিক বলেছ।

তা হলে চলি জেনারেল। পরে আবার দেখা হবে।
নিশ্চয়, নিশ্চয়।

চলো, পা চালিয়ে চলো।

আরে, এই পথে এসেছিলুম নাকি ?
নিশ্চয় ।
ওই তো রেস্তরাঁর দরজা । চলো, ঢুকি ।
রেস্তরাঁ
ধুত, এটা একটা সিন ।
রেস্তরাঁ ।
খুব সম্ভব এইদিকে যেতে হবে ।
রেস্তরাঁ
!!!
দুম !
দামালো !
এ কী গেরো রে বাবা !
উঃ. মাথাটা এখনও বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে ।

(এর পরে ৬৩ পাতায়)

ওরে বাবা, এ কী কান্ড !

!

বাঁচাও ! বাঁচাও !

ক্যাপ্টেন !

ক্যাপ্টেন, থামো !

দড়াম

বলুন, কী আছে এই গেলাসে। জল ? মোটেই না। আছে শরবত। বিশ্বাস হচ্ছে না ?

দড়াম !
ডিং ডিং
ঢং ঢং ঢং
?

ঢং ঢং দড়াম
ঢং ঢং ঢং

দড়াম !

(২৬ পাতার পর)
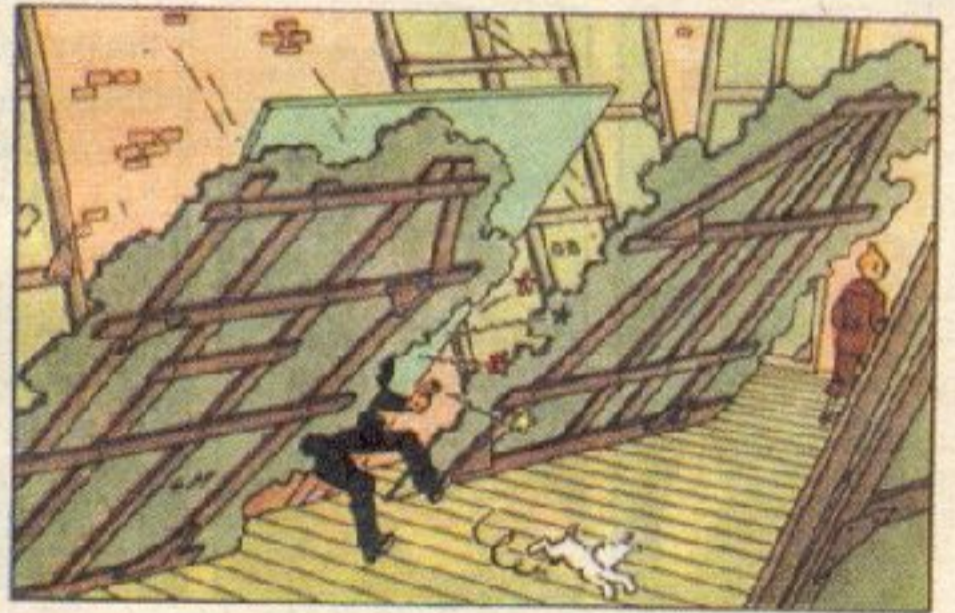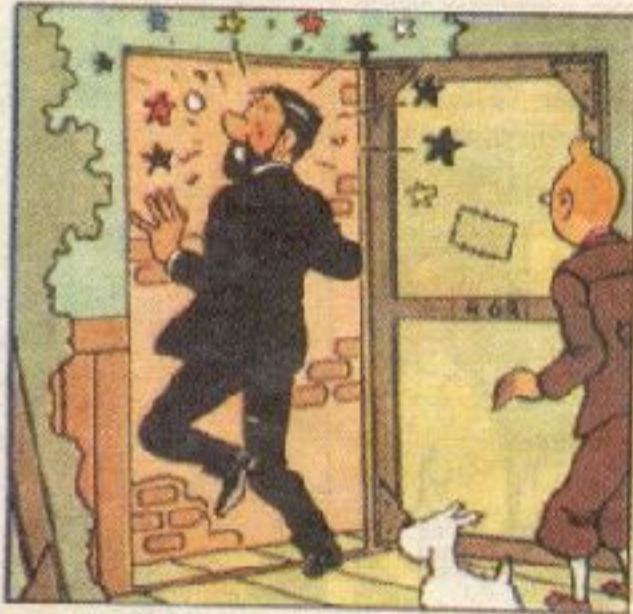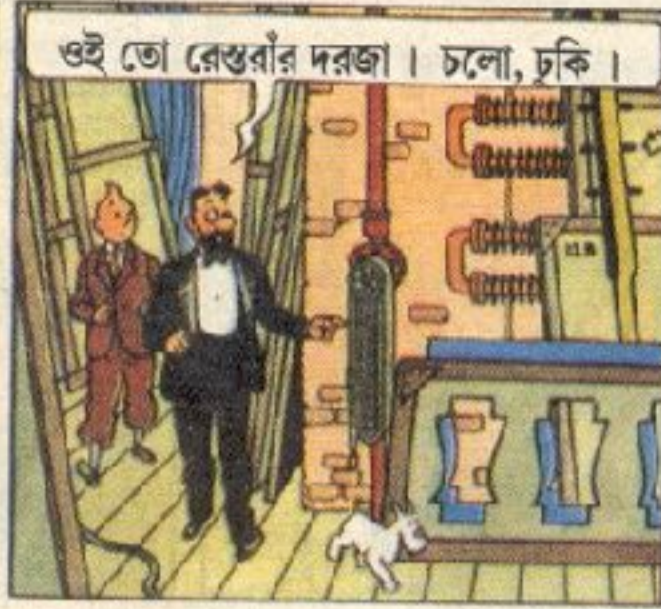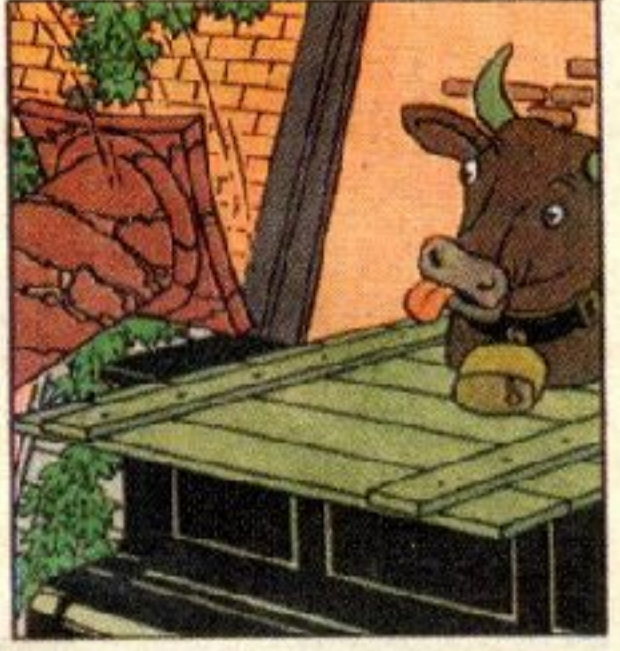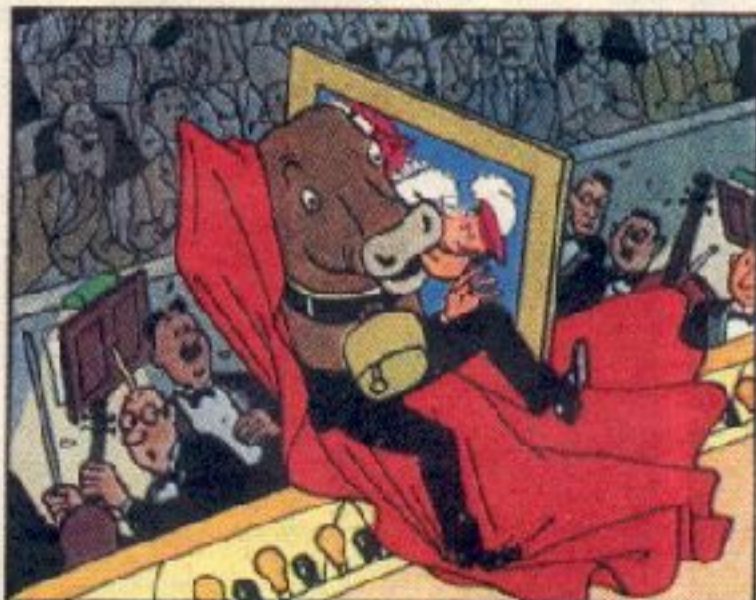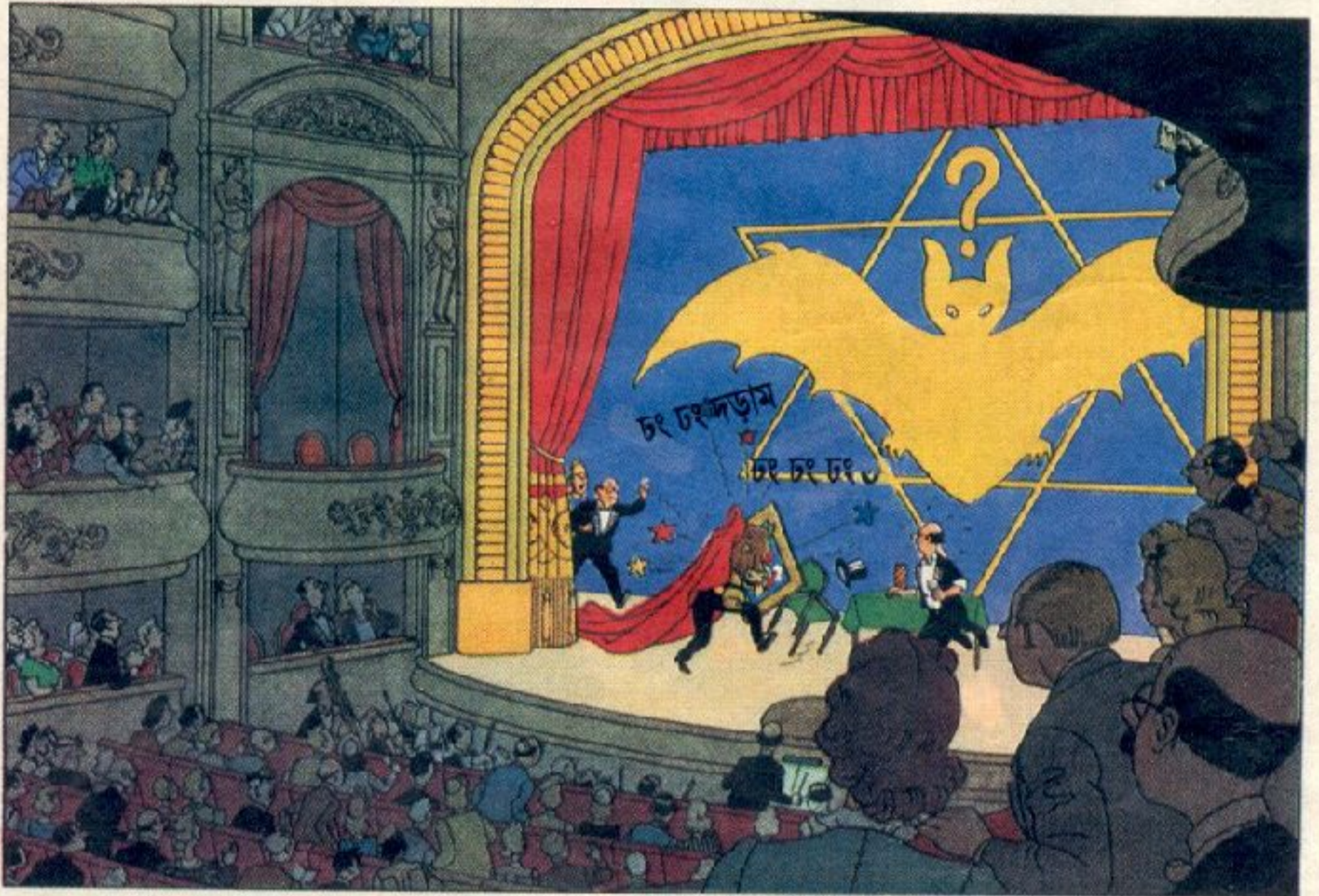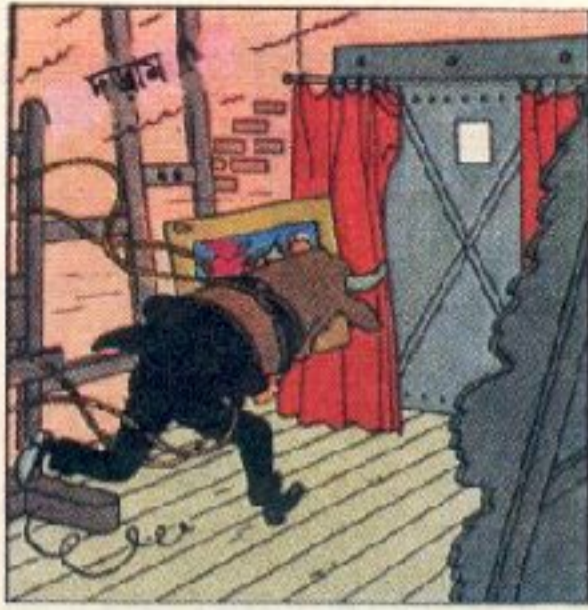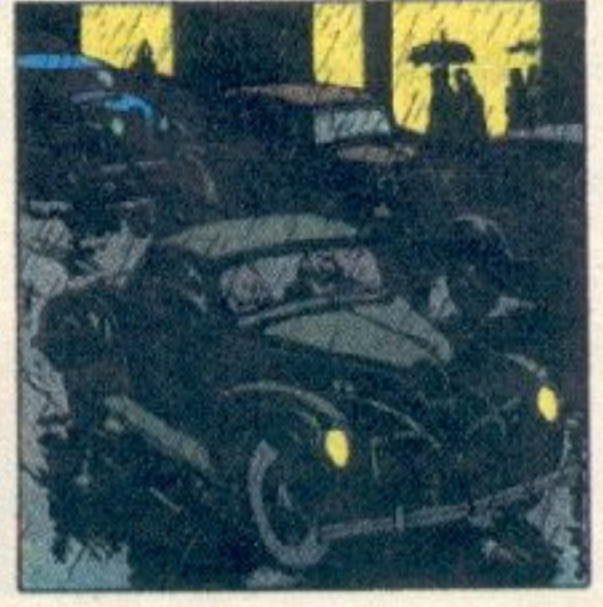
সন্ধেটা ভালই কাটল । চলো, তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিই ।

দু দিন বাদে........

?

আবার রহস্যজনক ব্যাধি
সন্ডার্স-হার্ডিম্যান অভিযানের ফোটোগ্রাফার মিঃ পিটার ক্লার্কসন তাঁর বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন । ঘন্টা কয়েক বাদে অধ্যাপক সন্ডার্সকে.....

কারাওয়ের সমাধি যাঁরা খুলেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রহস্যময়ভাবে মারা যান । দেখবেন, এবারেও তা-ই হবে ।

কে জানে, লোকটা হয়তো ঠিকই বলেছিল ।

রি রি রি রি রিং

আরে, কী খবর ?

ভাল... ভাল... বুঝলে হে, আমাদের ভুল হয় না ।
কখনও ভুল হয় না ।
তাই বুঝি ?

নিশ্চয় । কাগজ দেখেছ ? আবার রহস্যজনক ব্যাধি । দেখেছ ?
হ্যাঁ, দেখেছি ।

বেশ, বেশ । তা এ-ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী ?
কিছুই না । ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে ।

আরে না, না, কাকতালীয় নয় ।
কিন্তু সেটা প্রমাণ করবে কী করে ? আর তা ছাড়া ব্যাধিটাই বা কী ?

17

ঠিক ব্যাধিও নয়। একজনকে তাঁর ডেস্কে আর অন্যজনকে লাইব্রেরিতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা যায়। মনে হচ্ছে, এটা হিপনোটিজ্‌মের ব্যাপার।
বটে ?
এখন এইগুলো দ্যাখো।
?
এ তো কাচের টুকরো।
কাচ নয়, স্ফটিক। দু'জনেরই কাছাকাছি এই টুকরো দেখা গেছে।
এগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে ?
দেখা হচ্ছে। এই নিয়ে কাজ চলছে।
বাস্, আর-কিছু আমরা জানি না।
যাক, কাকতালীয় ব্যাপার নয়! এখন বিশ্লেষণে কী ধরা পড়ে দেখা যাক।
ল্যাবরেটরিতে একবার ফোন করব ?
করো।
হ্যালো.... হেডকোয়ার্টার্স ? ডক্টর সাইমনসকে দিন। ডক্টর সাইমনস ? কিছু ধরা পড়ল ? কী বললেন ?
অ্যাঁ ?
অধ্যাপক রিডবাককেও একই অবস্থায় তাঁর বাথরুমে পাওয়া গেছে ? ... সেখানেও স্ফটিকের টুকরো ? ...বলেন কী ? বিশ্লেষণ করে কিছু বোঝা গেল ?
না। পরীক্ষা চলছে। স্ফটিকের গোলকের মধ্যে কিছু ছিল নিশ্চয়.....
আর তাতেই ওঁরা জ্ঞান হারান। জিনিসটা কী, তা অবশ্য এখনও ধরা পড়েনি।
ওরে বাবা, এ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! ওরে বাবা।
তিন নম্বর।

ট্যাক্সিতে যাচ্ছি, দেরি হবে না। ক্যাল্টনিন, মিজ আর তারাগঁকেও সতর্ক করে দিন। বাড়িতেই থাকুক। জানলা থেকে যেন দূরে থাকে। আমার জন্যে ভাববেন না। এখনই যাচ্ছি।

ধুত। ক্যান্টনিনের লাইনটা কিছুতেই পাচ্ছি না।

ওরা যদি হামলা করে, আমিও ছাড়ব না।

ট্যাকসি!

ছাব্বিশ নম্বর লাব্রাডর রোড।
উঠে পড়ুন।

অধ্যাপক ক্যান্টনিন? .....উঃ, অনেক কষ্টে আপনাকে পেয়েছি।

কী ব্যাপার টিনটিন? ...না, কিচ্ছু শুনিনি ... কী বললে? বলো কী? ক্লার্কসনকেও? ... রিডবাককেও? .... কী ভয়ানক.... অ্যাঁ? সাবধানে থাকব?

হ্যাঁ, সাবধানে থাকবেন।
আর হ্যাঁ, জানলার কাছে যাবে না।

ঝন্-ঝনাত্।

হ্যালো?...হ্যালো ক্যান্টনিন। হ্যালো... হ্যালো ...হ্যালো...
কী ব্যাপার?

হ্যালো... হ্যালো....

ক্যান্টনিনের নিশ্চয় কিছু হয়েছে। এখনই আমার যাওয়া দরকার। তুমি বরং এখান থেকে অন্য-দু'জন অভিযাত্রীকে সাবধান করে দাও।

আরে, ট্যাক্সিতে কে এল ?
খুব সম্ভব ফ্যালকনার।

দৌড়ো কুট্টুস, দৌড়ো।

পঁয়ষট্টি পেনি ভাড়া লাগবে সার।

?

!

এখানেও সেই স্ফটিকের টুকরো।

তোমার প্যাসেঞ্জার আহত। পথে কোথাও ট্যাক্সি থামিয়েছিলে ?
মাত্র একবার। লালবাতি দেখে একটা মোড়ে থামতে হয়েছিল !

ব্যাপারটা তা হলে তখনই হয়েছে। আর-একটা ট্যাক্সি আমার পাশে এসে দাঁড়ায়... কাচ ভাঙার শব্দও শুনতে পাই... কিন্তু কিছু বুঝিনি।

ওপরে গিয়ে পুলিশ-অফিসারদের সব বলো। আমি বরং ডক্টর মিজকে খবর দিই।
তাই দিন।

স্ফটিক রহস্য
বিজ্ঞানীদের ওপরে হামলা
মমির অভিশাপ ?

সাত-অভিযাত্রীর মধ্যে রেহাই পেয়েছেন শুধু অধ্যাপক তারাগঁ আর ডক্টর মিজ । পুলিশ তাঁদের বাড়ি ও অফিসের ওপরে অবিরত নজর রাখছে । খবর শেষ হল ।

ডারউইন মিউজিয়ম

এগোলেই গুলি চালাব ।
ডিরেক্টর

ডক্টর মিজকে এই চিঠি আর পার্সেলটা দেব ।
ঠিক আছে, ভেতরে যান ।

ডিরেক্টর

ধন্যবাদ ।

বাঃ । জাভা থেকে আমার এক সহকর্মী একটি দুর্লভ প্রজাপতি পাঠিয়েছেন ।

এবারে পার্সেলটা খোলা যাক ।

খুলবেন না । ওর মধ্যে বোমা থাকতে পারে । আমাকে দিন ।
কিন্তু বোমায় আপনারও....

মৃত্যু ঘটতে পারে ? ঘটুক । কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে আমরা ভয় পাই না ।

ওহে এসো, এই সন্দেহজনক পার্সেলটা খুলতে হবে ।

এই নাও । বাপ্‌স ।
ডিরেক্টর

ভয় পাচ্ছিস কেন ? খোল না....
তুইও তো ভয় পাচ্ছিস ।
সাবধান ।
সাবধান ।
ডিরেক্টর
আরে, সত্যিই তো একটা প্রজাপতি । যাক বাবা, বোমা নয় ।
ভাগ্যিস নয় ।
জাভার প্রজাপতি
উঃ, যদি বোমা হত ?
দু'জনেই তা হলে মারা পড়তুম ।
শ্‌শ্‌শ্‌ ! কে যেন আসছে ।
কী খবর ? ভাল তো ?
আরে টিনটিন ।
খবর ভাল । তবে কিনা এই পার্সেলটা দেখে বোমা বলে সন্দেহ হয়েছিল । খুলে অবশ্য দেখি যে, বোমা নয়, প্রজাপতি ।
কী সুন্দর ।
ডিরেক্টর
কিন্তু ডক্টর মিজের দরজার সঙ্গে সঙ্গে জানলার দিকেও নজর রেখেছ তো ?
জানলা ? সে-ভার আমার । কিচ্ছু ভেবো না ।
জানলার ভার তোমার ? তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ?
আরে, তাই তো !
ঝনঝন !
ঝনঝন !
ডিরেক্টর

যাচ্ছলে, ইনিও ঘুমিয়ে পড়লেন ?
?
ঘড়ঘড় ঘড়াত..

এইমাত্র কেউ ওই গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে ।

হেডকোয়ার্টার্স ? ...আমি রনসন... ডঃ মিজও... ডঃ মিজকে ওরা ঘায়েল করেছে ।

হ্যাঁ কুট্টুস । ওইদিকে ।

ধরে ফেলা চাই । দৌড়ো ।
ভৌ । ভৌ ।

ছেড়ে দিস না কুট্টুস । আমি আসছি ।

লোকটাকে ছাড়িস না ।

?
ভৌ ভৌ ।

যাচ্ছলে, লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে শেষকালে কিনা একটা বেড়ালকে পাকড়াও করেছিস ? এদিকে আয় ।

পরদিন সকালে...
দৈনিক বার্তাবহ
স্ফটিক-রহস্য আরও ঘনীভূত
জাদুঘরের অধ্যক্ষের ওপর হামলা।
ডঃ মিজ বেহুঁশ

আরও একজন ঘায়েল হলেন। তাজ্জব ব্যাপার!
না, না, আরও বাঁয়ে...

আরে আমি বলছি, আর-একজন ঘায়েল, আর আপনি বলছেন আরও বাঁয়ে। ডঃ মিজকে চেনেন?
বাঁয়ে... আরও বাঁয়ে যেতে হবে।

থেঙেরি। নিন, কাগজটা একবার পড়ুন।

ওরেব্বাবা, এ যে তাজ্জব ব্যাপার! কাগজ পড়েছ ক্যাপ্টেন? পড়োনি নিশ্চয়? এসো, আমিই পড়ে শোনাই...

"ইদানীং যাকে স্ফটিক-রহস্য বলা হচ্ছে, তা আরও ঘনীভূত। এর মূলে কি কোনও উন্মাদ রেড-ইন্ডিয়ানের হাত রয়েছে? সে কি প্রতিজ্ঞা করেছে যে, রাসকার কাপাকের সমাধি যারা খুলেছিল তাদের প্রত্যেককে সে শাস্তি দেবে? সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে মনে হয়...

"ব্যাপারটা আসলে তা-ই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, সেক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা হচ্ছে না কেন? খুন না করে সবাইকে কেন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে? ডাক্তাররা বলছেন, ঘুম...

রিরিরিং
"সহজে ভাঙবার নয়, অথচ ঘুমন্ত মানুষটির প্রাণ এতে বিপন্ন হবে না। পাঠকদের আমরা আগেই বলেছি..."

এই যে নেস্টর, তোমার কর্তা কি বাড়িতে আছেন?
হ্যাঁ স্যার, আসুন।

ভৌ। ভৌ।

ফ্যাশ্‌শ্‌।

আরে টিনটিন যে, কী খবর ?
তুমি কেমন আছ ? প্রোফেসর ক্যালকুলাসেরই বা খবর কী ?
ভাল, ভাল। প্রোফেসর কাগজ পড়ছেন...
"অভিযানের শেষ যে-সদস্য এখনও আক্রান্ত হননি, পুলিশ থেকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কেননা নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হলে...
"শেষ সদস্য ডঃ তারাগঁ যে আক্রান্ত হবেন..." অ্যাঁ।
তারাগঁও এই অভিযানে ছিল ? সে যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু !
তারাগঁকে আপনি চেনেন ? প্রাচীন আমেরিকা সম্পর্কে তিনি মস্ত বিশেষজ্ঞ। রাসকার কাপাকের মমিটা তাঁর বাড়িতেই আছে না ?
আরে না না, তারাগঁ মোটেই রাগী লোক নয়। আলাপ করতে চাও ?
এখনই আমি তারাগঁর কাছে যাব।
বেশ তো !
কারা যেন অধ্যাপক তারাগঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।
অধ্যাপক তারাগঁর সঙ্গে দেখা করব
পাস দেখান।
হ্যাডক, টিনটিন, ক্যালকুলাস.... ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান আমি দেখছি...
ওরেব্বাবা, এ যে ভীষণ কড়া পাহারা
আমরা হুকুমের লোক...
ঠিক আছে, ওঁদের ঢুকতে দাও।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

হা-হা-হা-হা-হা

রাসকার কাপাকের মমি দেখে আপনার কুকুর ভয় পেয়েছে। ইনি হচ্ছেন বজ্র-বিদ্যুতের দেবতা।

কড় কড় কড়াত!

আরে, রাসকার কাপাকের নাম করতে-না-করতেই বজ্র-বিদ্যুতের খেলা শুরু হয়ে গেল দেখছি।

আপনাদের গাড়ি নিশ্চয়ই হুড-খোলা? তা হলে বাইরে না রেখে ভেতরে রাখাই ভাল।
ধন্যবাদ। গ্যারাজে রেখে দেব?

আরে, মনে হল যেন গুলির শব্দ।
দুম!

পাহারাদারদের একজন দেখছি ওই দিকেই দৌড়চ্ছে।

কী হল দেখা যাক।

আওয়াজটা গেটের দিক থেকে এসেছে।

গুলির শব্দ ?
আরে নাঃ, রোদ্দুরে রবার গলে গিয়ে টায়ার ফেটেছে !
!
ব্যাপার কী ?
গাড়ির টায়ার ফেটেছে ।
!
আমার গাড়ির টায়ার ! দু'-দুটো ।
দড়াম !
উঃ জোর লেগেছে ।
কী করি ? বাড়তি টায়ার আছে মাত্র একটাই ।
রাত্তিরটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে গ্যারাজে ফোন করুন ।
বৃষ্টি আসছে । ভেতরে চল্ ।
কড়
কড়
কড়াত
দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে ।

পাহারার ব্যবস্থায় কোনও খুঁত নেই !
তবু সতর্ক থাকা দরকার !

আচ্ছা, এই স্ফটিক-গোলকের ব্যাপারটা কী বলুন তো ?
এ-ব্যাপারে আমার বক্তব্য আমি লিখে রেখেছি !

আসলে এ-সব তুকতাকের ব্যাপার !

রাসকার কাপাকের সমাধিতে এইসব কথা লেখা ছিল ?

"সাদা লোকরা এই সমাধি অপবিত্র করবে... ইন্‌কার শবদেহ নিয়ে যাবে নিজেদের দেশে ...কিন্তু ভগবানের আক্রোশ থেকে তারা রেহাই পাবে না......"

তাজ্জব ব্যাপার !
তাই না ? পরের কথাগুলি পড়ুন ।

কড়-কড়াত

দুম !
আরে, মমিটা কোথায় ?

মমি উধাও । শুধু গয়নাগুলো পড়ে আছে ।

কী ব্যাপার অধ্যাপক ?
বাকিটা পড়ুন । কী জানি ।

"ঈশ্বরের আগুনে স্নান করে পবিত্র হবেন রাসকার কাপাক । নাস্তিকেরা সেদিন শাস্তি পাবে ।"
শোনো হারকিউলিস......

ভবিষ্যদ্বাণী.... মমি উধাও..... আমার শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে ।
গন্ধ কিসের ? গন্ধকের না ?

ভয় পাবেন না । আপনি কোথায় ঘুমোন ?
পাশের ঘরে.....সেখানে জানলা নেই ।

তবে আর ভয় কিসের ? ঘরের বাইরে দু'জন পুলিশ পাহারা দেবে ।
চলুন, আপনাদের ঘরটা দেখিয়ে দিই ।

ঘণ্টা কয়েক বাদে......

ঝন-ঝন-ঝনাত !

স্বপ্ন । জানলাটা খোলা । বাতাসে খুলে গেছে ।
কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন !
বাঁচাও । বাঁচাও ।
ক্যাপ্টেনের গলা !
কী হয়েছে ? চেঁচাচ্ছিলে কেন ?
দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম । রাসকার কাপাকের হাতে স্ফটিকের গোলা.... গোলাটা সে ছুড়ে মারল !
একই স্বপ্ন ।
বাঁচাও !
বাঁচাও !
ও আবার কে ?
আমাকে ধরবে । তেড়ে আসছে ।

ওরে বাবা, সেই 'মমি-ভূত'। স্ফটিকের মস্ত বল হাতে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল।
তার মানে সেই একই দুঃস্বপ্ন।

তবু, একবার দেখা যাক।

কেউ নেই। অর্থাৎ এটা স্বপ্নই। বুঝলেন ?

কুট্টুস অমন করছে কেন ?

নিশ্চয় কোনও গন্ধ পেয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। তবে কি....
শ্‌শ্‌শ্‌।

পা সামলে।
?

দুম !
দড়াম !

বাপ্‌স। সরষে ফুল দেখিয়ে ছাড়ল !

মাথা ফাটেনি তো ?
যাক, ফাটেনি ।
কিন্তু ভাঙতে পারত ।
শব্দ কোরো না । শ্‌শ্‌শ্‌ ।
ভৌ ভৌ । গর্‌গর্‌ । ভৌ ভৌ ।
ব্যাপার কী ?
কী জানি, তারাগঁর ঘরের দরজায় এসে চেঁচাচ্ছে ।
অধ্যাপক তারাগঁ । অধ্যাপক তারাগঁ ।
শুনতে পাচ্ছেন ? দরজা খুলুন ।
কিছু হয়নি তো ?
ঘুমোচ্ছেন । ...কিন্তু...
?
সর্বনাশ ! আবার সেই স্ফটিকের টুকরো ।
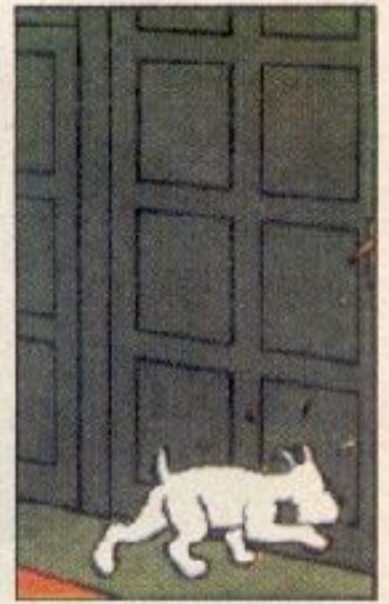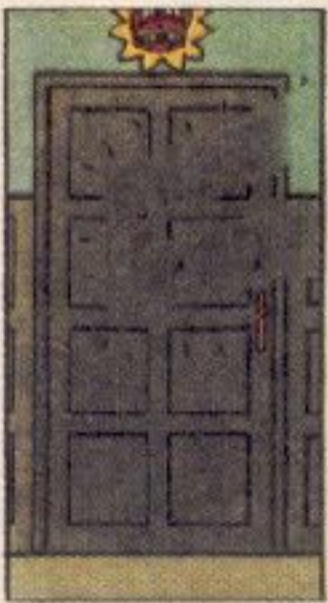
ঢুকল কী করে ?
দরজা- জানলা তো বন্ধ ।

অধ্যাপক তারাগঁ । শুনতে পাচ্ছেন ?

নাঃ, কিচ্ছু করার নেই... সহজে এ-ঘুম ভাঙবে না ।
ঘরর্‌....
ঘরর্‌.....

জানলা দিয়ে পালায়নি তো ?

নাঃ.... জানলা তো ভেতর থেকে বন্ধ ।

কাউকে এ-পথে যেতে দেখেছ ?
না, সার ।

যে ঢুকেছিল, সে তা হলে কোন পথে পালাল ?

দেখুন । রাসকার কাপাকের গয়নাগাটিও উধাও ।

ভৌ ভৌ ।

ও.লোকটা তা হলে চিমনি দিয়ে ঢুকেছিল ।
ভৌ ভৌ ।

এই পথেই পালিয়েছে । ভাল করে দেখতে হচ্ছে ।

?

চিমনি দিয়ে ছাতে ওঠা যায়, কেমন ?

এই, ছাতটা তল্লাশি করো তো ।
এখনই করছি ।

আরে, ওই তো কে যেন ছুটে পালাচ্ছে ।

লেগেছে ।
চলুন, দেখে আসি ।

এইখানেই কোথাও পড়েছে লোকটা ।

খুঁজে বার কর কুট্টুস ।
কী করে খুঁজব ?

নাকে ঝুলকালি....তাই গন্ধ পাচ্ছে না ।

আ-আ-আ-আ-আ-আ ।

তারাপঁর গলা ।
কেউ কি ওঁকে খুন করেছে ?
বাঁচাও ।
আ আ আ ।
বাঁচাও ।
ওই ওরা আসছে । আমাকে মেরে ফেলবে ।
দূর হ শয়তান, দূর হ ।
ভয় পাবেন না অধ্যাপক..... আমরা আপনার বন্ধু ।
যাচ্চলে, আবার ঘুমিয়ে পড়ল যে ।
আততায়ী পালিয়েছে । এদিকে কী হচ্ছে কে জানে !
খুব খানিকটা চেঁচিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন । ডাক্তার ডাকলে ভাল হয় ।
পরদিন সকালে ···
একেবারে বেহুঁশ অবস্থা । কখন হুঁশ হবে বলা যাচ্ছে না ।
ওই, ওই ।

ওই আসছে। আবার জ্বালাতে আসছে আমাকে।
দূর হ, শয়তানরা,
দূর হ।
আবার কে
এল ?
এই যে টিনটিন, হারকিউলিসের
খবর কী ?
শুয়ে আছেন,
বেহুঁশ অবস্থা।
ঘুরতে বেরিয়েছে ? আমিও যাই।
কোথায় গেল ?
কোথাও দেখছি না।
দেখি, পেন্ডুলাম দুলিয়ে ওকে
খুঁজে পাই কি না।
ব্যাপার কী ?
তাজ্জব ব্যাপার !
টুপি, ছাতা, চশমা,
পেন্ডুলাম - সব পেয়েছি
এবারে এগনো যাক।
মনে হচ্ছে ঝোপের
আড়ালে কিছু আছে।
?

এটা আবার কী ?

মমির ব্রেসলেট । কিন্তু এটা
এখানে কী করে এল ?

খাঁটি সোনার জিনিস ।
দিব্যি দেখাচ্ছে ।

ওঃ, দারুণ মানিয়েছে ।

মিনিট কয়েক বাদে......
ক্যালকুলাস ? এই একটু আগে পেন্ডুলাম দোলাতে-দোলাতে বাগানের দিকে গেছেন । দাঁড়াও, ডেকে আনছি ।

কোথায় গেলেন উনি ?

আশ্চর্য. এইদিকেই তো এসেছিলেন ...!

কী, দেখা হল ?
না, বাগানে নেই । বোধ হয় ঘরে ফিরে বিশ্রাম করছেন । দেখছি......

নাঃ, ঘরেও নেই ।

চলো, বাগানেই আর-একবার দেখা যাক ।

ক্যালকুলাস । ক্যালকুলাস ।
চেঁচিয়ে লাভ নেই ।

বৃদ্ধ একেবারে বদ্ধ কালা । কিন্তু গেল কোথায় ?

ক্যালকুলাস ?

?

ক্যাপ্টেন, ওই দ্যাখো ।

রক্তমাখা হাতের ছাপ ।
এর মানে কী ?

কাল রাতের সেই জখম আততায়ী পালাতে না-পেরে গাছে উঠে লুকিয়ে ছিল ।

এখনও হয়তো লুকিয়ে আছে ।
ঠিক । আমি একবার গাছে উঠে দেখি...

সাবধানে ওঠো । পিস্তলটা সঙ্গে নাও ।
ধন্যবাদ ।

পেলে ?

নাঃ, কাউকে দেখছি না ।

মড়াত !

ভয় নেই, ...একটা পচা ডাল... আমি ঠিকই আছি ।

আমি ঠিক নেই ।

কেউ নেই । নেমে আসছি ।

ক্যাপ্টেন, ডাইনে তাকাও, আরও ডাইনে ।

আরে, এ যে
ক্যালকুলাসের ছাতা ।

কী ব্যাপার বলো তো ?
তাই তো !

ঘাস দেখে মনে হয়
ধস্তাধস্তি হয়েছিল ।

ডালপালাও ভাঙা ।
হুম, ব্যাপার
সুবিধের নয় ।

মনে হচ্ছে, কালকুলাস এখানে আসতেই
গাছ থেকে আততায়ী তাঁর ওপরে লাফিয়ে
পড়ে ।
কিন্তু কেন ? ক্যালকুলাসকে
আক্রমণ করবার অর্থ কী ?

কী জানি ! আমি শুধু
এইটুকু জানি যে,
নিখোঁজ ক্যালকুলাসকে
খুঁজে বার করতে হবে ।

কুট্টুস ।
কুট্টুস ।

কুট্টুস ।
কুট্টুস ।

খেলা ছেড়ে এখন
ক্যালকুলাসকে খুঁজে বার
কর ।

যেভাবেই হোক, খুঁজে বার করতে
হবে।

ওইখানে নাকি ?

ক্যাপ্টেন । হুঁশিয়ার ।
কেন ? কী হয়েছে ?

হুঁশিয়ার ।
দুম !

92

উল্লুক..... বেল্লিক... হনুমান.....গাধা।

ক্যাপ্টেন, তুমি মাঝে মাঝে গুলি চালাও আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওই বাড়িটার দিকে এগোতে থাকি।

চালাও।
চালাচ্ছি।

দ্যাখ, এবারে কেমন লাগে।

দুম।
ক্র্যাক।

দুম।

দুম।
!

উঃ,এক ছুটে ওই হাড্ডিটা যদি নিয়ে আসতে পারতুম!

দুম।

যাক্, নিয়ে আসতে পেরেছি।

দুম।

দুম !

ক্যাপ্টেন, তাড়াতাড়ি।
আসছি।

পালিয়েছে।

!
!

টায়ার ফাটিয়ে দেব।

!

আমার কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে।
আমারও।

সরে পড়ল।

গন্ডার ....গাধা.... বেবুন ।
গাড়ির নম্বরটা টুকে রেখেছি । এসো ।....

ইনস্পেক্টরকে দিয়ে এই নম্বরটা এখনই থানায় জানাব......
ইঁদুর ।

থানা ? চেম্বার্স বলছি । তারাগঁার বন্ধু ক্যালকুলাসকে ওরা চুরি করেছে । গাড়ির নম্বর দিচ্ছি । গাড়িটা হচ্ছে একটা.....
ওপেল ।

সমস্ত থানা হুঁশিয়ার ! কালো রঙের ওপেল গাড়ি... নম্বর ৩১৭৪১৩... হার্লিসফোর্ড থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাচ্ছে.... দেখতে পেলেই আরোহীদের আটকাও ।

ক্যালকুলাসকে চুরি করল কেন ? কারণ কী ?

রিরিরিরিরিং....
রিরিরিরিরিং.....

চেম্বার্স বলছি.... হ্যাঁ । ঠিক, ঠিক... আচ্ছা ।

প্রতিটি রাস্তায় চেক পয়েন্ট রয়েছে..... সুতরাং ধরা পড়বেই ।

ডায়াবোলো । সামনে পুলিশ ।

পঁ....অপ্ !

পাজি ।

ওয়ালিংহেড থেকে বলছি... সেই গাড়ি এইমাত্র দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল.... রাস্তার ওপরে আটক করবার ব্যবস্থা করো ।

ওই একটা গাড়ি আসছে......

পথে কি একটা কালো রঙের ওপেল গাড়ি দেখেছেন ?
কালো গাড়ি ? না তো !

আর-একটা গাড়ি আসছে ।

কালো রঙের ওপেল গাড়ি ? না, চোখে পড়েনি.....
ধন্যবাদ ।

গেল কোথায় গাড়িটা ?
চারদিকে তল্লাশি চালাও ।
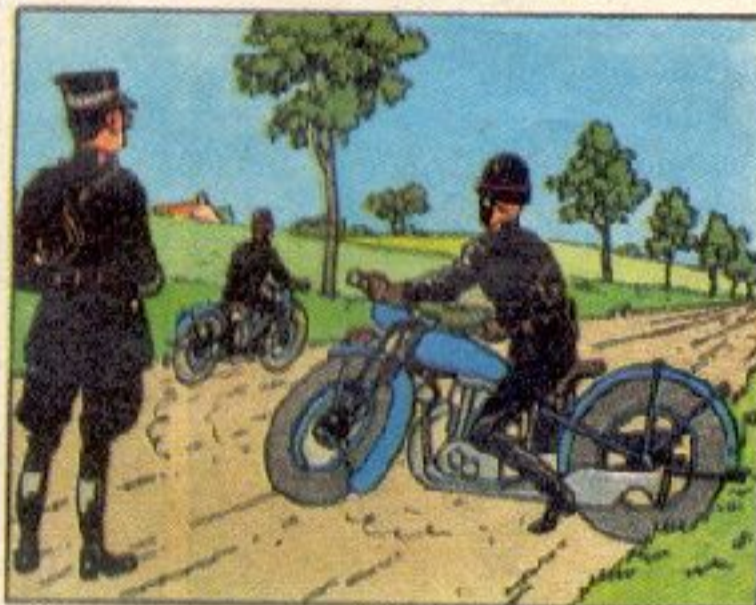
ক্যালকুলাসকে চুরি করল কেন ? ক্যালকুলাসই বা মরতে বাগানে গিয়েছিল কেন ?
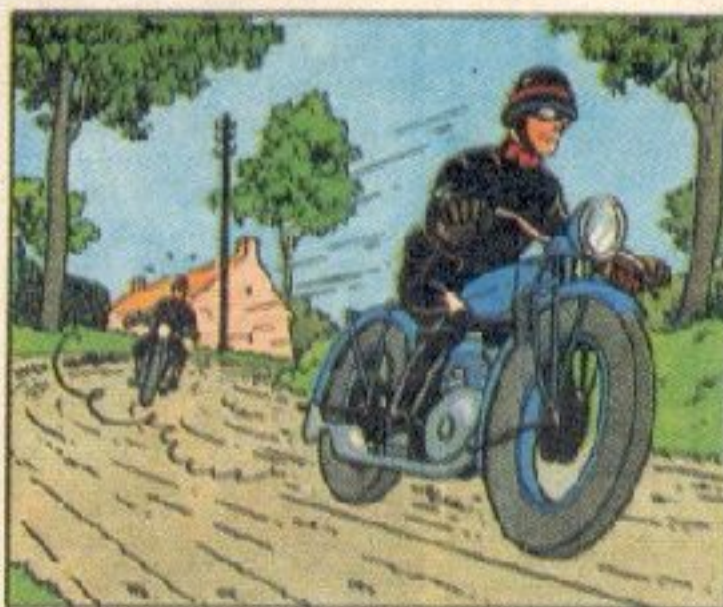
বোধ হয় সন্ধান পেয়েছে ।

আপনাদের সামনে দিয়ে কালো গাড়িটা যায়নি ? কিন্তু আমাদের নিষেধ না-মেনে এইদিকেই তো এল !
!

গেল কোথায় তা হলে ? সামনের ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করি ।

কালো গাড়ি ? সামনের ওই জঙ্গলেই তো খানিক আগে একটা কালো গাড়ি ঢুকেছে ।
ধন্যবাদ ।

!

রিরিরিং......
রিরিরিং......

গাড়িটা পেয়েছ ? ....কী বললে ? ....অ্যাঁ, খালি ?

চলো । গাড়িটাকে দেখা দরকার ।

লোকগুলোকে পেলে মাথা ফাটিয়ে দেব ।

খালি গাড়িটা এইখানে পড়ে ছিল ?
হ্যাঁ, কিন্তু লোকগুলো পালাবে কোথায় ? গোটা এলাকাটাই তো ঘেরাও করে রেখেছি ।

লোকগুলোকে ধরতেই হবে, নইলে আমার বন্ধু ক্যালকুলাসকে আর ফিরে পাব না । ধরতে পারবেন তো ?
নিশ্চয় ।

কী, কিছু হদিস পেলে ?
মনে তো হচ্ছে ।

আচ্ছা অফিসার, রাস্তায় কোনও হালকা বাদামি-রঙা গাড়ি দেখেছিলেন ?
দাঁড়ান, দাঁড়ান, ভেবে দেখি ।
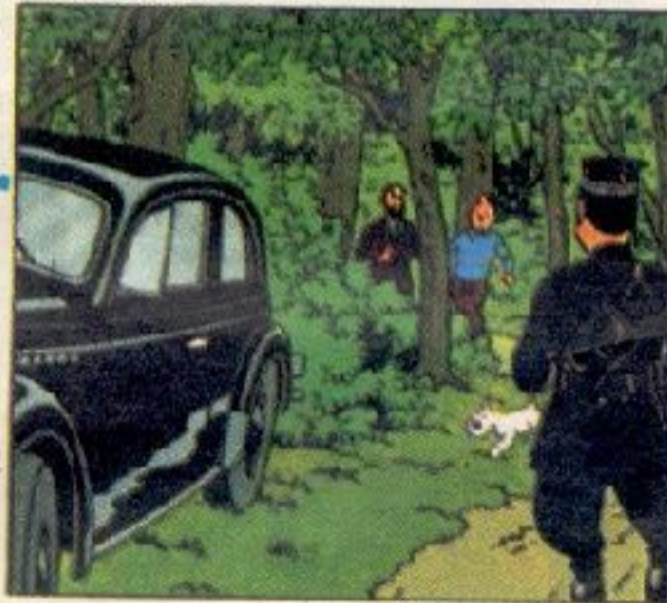
হ্যাঁ.... মনে পড়েছে.....
হাল্কা বাদামি রঙের গাড়ি
আমরা দেখেছিলুম বটে !
তার নম্বর আপনারা টুকে রাখেননি ?

কেন রাখব ? তবে হ্যাঁ, গুঁফো মোটা যে-লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল, তাকে দেখলে দক্ষিণ আমেরিকার লোক বলে মনে হয় । চোখে চশমা ছিল ।
অন্যদের চেহারা মনে আছে ?

ড্রাইভারের পাশের লোকটার নাক চোখা, ঠোঁট পাতলা । পেছনেও দু'জন লোক ছিল । তবে তাদের ভাল করে দেখিনি ।

তল্লাশি চালিয়ে লাভ নেই । তারা পালিয়েছে ।
কী করে জানলে ?

চাকার দাগ দেখে । দেখলেই বুঝবে, আর-একটা গাড়ি এখানে ওই ওপেল-গাড়িটার অপেক্ষায় ছিল ।
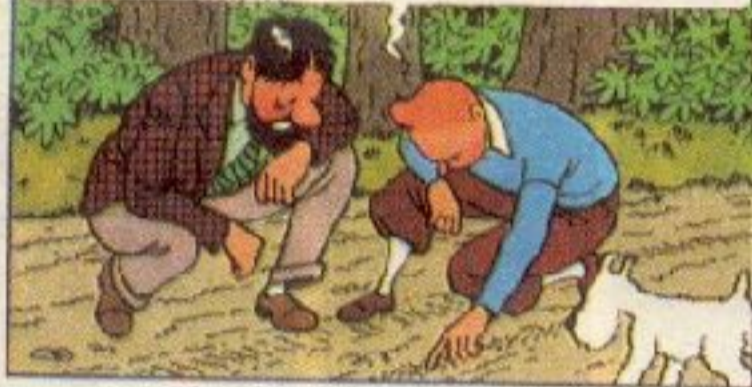
তাই তো ! কিন্তু সেই গাড়িটার রং যে হাল্কা-বাদামি, কী করে বুঝলে ?
এই দ্যাখো ।

গাড়ি ঘোরাবার সময় গাছের গুঁড়িতে ঘষটে গিয়েছিল । তার ফলে খানিকটা রং উঠে যায় । রংটা দেখছ ?

ওরেব্বাস । এ যে ভীষণ ব্যাপার !
চলো, পুলিশকে খবরটা দেওয়া যাক ।

পরদিন সকালে.....
খবরটা বেরিয়েছে দেখছি.....

"অপরাধীরা হাল্কা-বাদামি রঙের গাড়ি ব্যবহার করেছিল ।" ভাল, তারপর "লোকগুলো সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা ।" হুম্, তারপর "যে কেউ তাদের দেখতে পেলে যেন পুলিশে খবর দেন ।"

যাক, পুলিশ তা হলে আশা ছাড়েনি ।

রিরিরিং.......
রিরিরিং.......

আমি জনসন বলছি......
যে হাসপাতালে অভিযাত্রীদের রাখা হয়েছে, সেখানে একবার এসো.....
দারুণ কাণ্ড !

হাসপাতালে কী হয়েছে ?
...অ্যাঁ... বলেন কী... আচ্ছা,
আমি এখনই যাচ্ছি !

HOSPITAL

রোজ একই সময় এই সাতজন রোগীর ওপরে কিসের যেন ভর হয় । যেন ভূতে পায় তাদের । বিশ্বাস হচ্ছে না ?

বেশ, তা হলে স্বচক্ষেই দেখুন ।

দেখেছেন তো, রোগীরা এখন শান্ত...

তাই তো !
কিন্তু দাঁড়ান, আর দেরি নেই । নিন, এইবার দেখুন ।

HOSPITAL
এ তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার !
কিন্তু ক্যালকুলাসকে চুরি করার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?
পরদিন...
এই যে নেস্টর, ক্যাপ্টেন কেমন আছেন ?
ভাল না । এইসব গণ্ডগোলে কেমন যেন বুড়িয়ে যাচ্ছেন ।
তার ওপরে আবার প্রোফেসর ক্যালকুলাসও বেপাত্তা ।
এইসব কারণেই কর্তার মেজাজ একদম ভাল নেই ।
ওই দেখুন ।
ক্যাপ্টেন...
টিনটিন ? ক্যালকুলাসের খবর কী ?
কিচ্ছু খবর নেই ।
হুম ।
ভৌ ভৌ...
গরগর...
ফ্যাশ...
কুট্টস । এই কুট্টস ।
ভৌ ।
ভৌ ।
রিরিরিরিরিং
হ্যাঁ, আমি হ্যাডক ।
আপনি কে ? তা খবর কী ?

কী বললেন ? ...একটা গ্যারাজে ? ...দু'দিন আগে ?... তারপরেই তারা আবার বেপাত্তা ?

!?
হ্যালো। ... হ্যালো। ...

বেড়ালের নখের আঁচড় না খেলে তোর শিক্ষা হবে না।

চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।
?

এ কী, কোথায় চললে ?

কী ব্যাপার ?
দড়াম!

ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন।
দড়াম!

ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন।

উত্তর নেই। তা হলে কি চাবির ফুটো দিয়ে...
হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঁকি দাও।

কী, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?
না।

?
চলো।

কোথায় যাব ?

এক পাত্র খেয়েই পথে
বেরিয়ে পড়ব ।

!
ভৌ ভৌ।

কুট্টুস,
এদিকে আয় !
ভৌ ভৌ ।

!

?!
?

কী হচ্ছে কুট্টুস ?

খট্

কুট্টুস । কুট্টুস । থাম ।

থাম কুট্টুস ।

ক্যাপ্টেন ওদিকে...
আর-এক পাত্র খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।
শুনে রাখো বন্ধু, জ্যান্ত অবস্থাতেই হোক আর...
মৃত অবস্থাতেই হোক, তোমাকে আমরা খুঁজে বার করবই।
আবার বলছি, পশ্চিমে যাও।
ফের যদি দুষ্টুমি করিস তো মার লাগাব!
আবার কী হল? তেষ্টা পেয়েছে বুঝি?
আঃ, জলের কী স্বাদ!
?

পুলিশ জানিয়েছে, ওয়েস্টারমাউথের কাছে একটা পেট্রল-পাম্পে সেই গাড়িটা থেমেছিল, তারপরে সেটা ডকের দিকে এগোয় । তার থেকে আমার মনে হয়...

ক্যালকুলাসকে ওরা জাহাজে করে কোথাও পাচার করবে । তা যাতে না পারে, তারই জন্যে...

একদম ভিজে গেছি ?

যত্তসব ।

যাক, একটু শুকনো হতে পারা গেল !

আবার ভিজিয়ে দিয়েছে । হনুমান । বানর । ভাল্লুক । গণ্ডার ।

গোরু । হিপোপটেমাস ।
তাড়াতাড়ি চলো ক্যাপ্টেন ।

কাল সকালে ওয়েস্টারমাউথে পৌঁছেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ।

পরদিন সকালে...

না, নতুন কোনও খবর নেই । সেই গাড়িটার খোঁজ মেলেনি ।

অবশ্য এখনও আমরা হাল ছাড়িনি ।
অনুসন্ধান চলছে ।

কী ? ...পাওয়া গেছে ? ...ডকে ? শাবাশ !

এইমাত্র খবর পেলুম যে, সেই গাড়িটার খোঁজ মিলেছে। আসুন আমার সঙ্গে।
ধন্যবাদ।
একটা ডকের মধ্যে পাওয়া গেছে।
নাম্বার প্লেট ? লাইসেন্স ? এঞ্জিন-নাম্বার ? শনাক্ত করবার মতো কিছু পেলে ?
না, সার। নাম্বার প্লেট নেই। এঞ্জিন আর চেসিসের নম্বরও উকো দিয়ে ঘষে তুলে দেওয়া হয়েছে।
বটে ?
মনে হচ্ছে, অধ্যাপক ক্যালকুলাসকে নিয়ে গুণ্ডারা এখানে জাহাজে উঠে সরে পড়েছে।
ঠিক কথা।
১২ তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত যত জাহাজ ছেড়েছে, তাদের ক্যাপ্টেনদের এখনই ... বেতারে আপনার বন্ধুর বর্ণনা পাঠাচ্ছি।
ধন্যবাদ ইনস্পেক্টর।
কাজ কি বিশেষ এগোচ্ছে ?
ধুত।
ওই জাহাজটা দক্ষিণ আমেরিকায় যাবে। ওর মধ্যে নেই তো ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই সম্ভব। আরে, ও কে !
কে তুমি ?
পুলিশ !

হ্যালো জেনারেল।
আরে, টিনটিন।

কোথায় চললেন ?
নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি। এখানে তো সঙ্গী পাচ্ছি না।

কেন, চিকিটোর কী হল ?
আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে। চারদিন আগে...

চারদিন আগে ? তার মানে ১২ তারিখে ! আচ্ছা জেনারেল, চিকিটো কি সত্যি রেড-ইন্ডিয়ান ?
নিশ্চয়। ও হচ্ছে ইনকাদের শেষ বংশধর।

বলেন কী ?
ঠিক বলছি। ওর আসল নাম হল রুপাক ইন্‌কা হুয়াকো।

অর্থাৎ সেই গাড়ির মধ্যে ড্রাইভারের পাশে যে বসে ছিল...
গাড়ির মধ্যে ?

আচ্ছা, চিকিটোর কি এমন একজন গোঁফওয়ালা মোটা বন্ধু ছিল, যে চশমা পরত ?
কই, কখনও তো দেখিনি ! ভো-ও-ও-ও-...
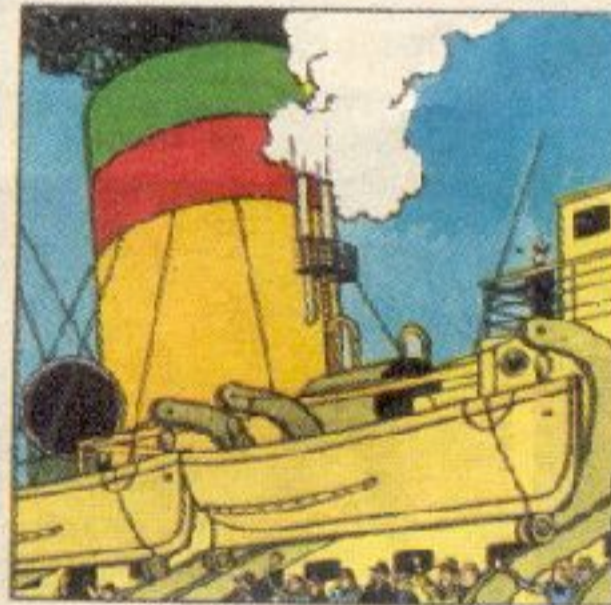
তা হলে চলি টিনটিন। পরে আবার দেখা হবে।
ধন্যবাদ।
উঠে পড়ুন।

কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?
জেনারেল আলকাজার।

দুটো অদ্ভুত খবর শুনলাম। প্রথমত, ১২ তারিখ থেকে চিকিটো নিরুদ্দেশ। সেই রাত্রেই তারাগঁ আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরদিন থেকে ক্যালকুলাস নিখোঁজ।

দ্বিতীয়ত, চিকিটোর আসল নাম হল রুপাক ইনকা হুয়াকো। ইন্‌কাদের বংশধর।
বলো কী ?
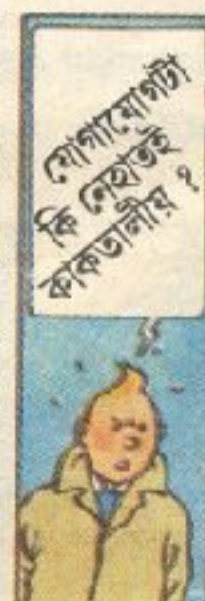
যোগাযোগটা কি নেহাতই কাকতালীয় ?

আরে, এ কী !
?
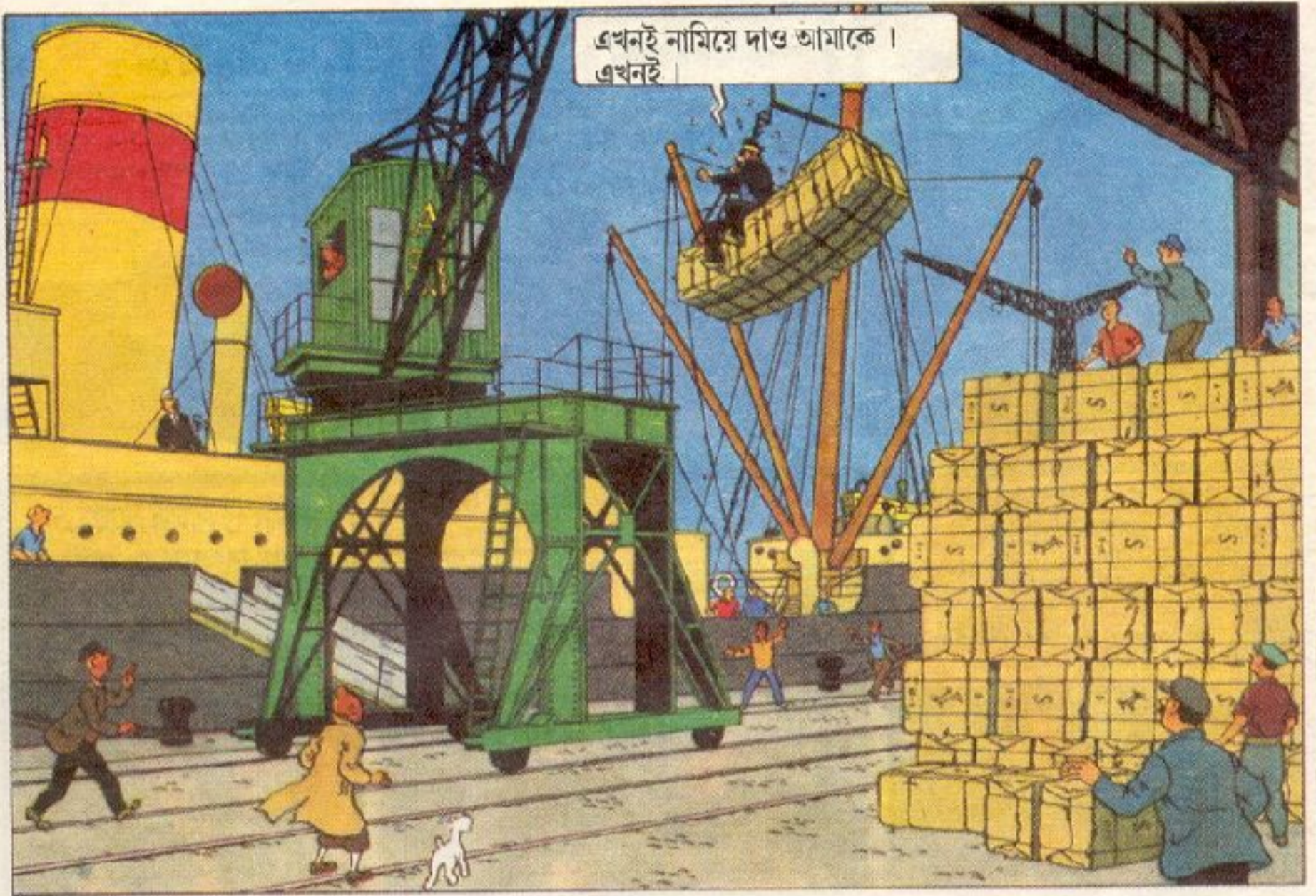
এখনই নামিয়ে দাও আমাকে। এখনই।

58

চলো, তোমার বন্ধু ক্যাপ্টেন চেস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি। ব্রিজপোর্টে তাঁর জাহাজ 'সিরিয়াস' নোঙর ফেলেছে।
বেশ তো, চলো।

কই, সিরিয়াস জাহাজ কোথায় ?

সিরিয়াস তো আজ সকালেই চলে গেল।

কপালটাই মন্দ আমাদের !

বড়ই মন্দ !

বাপ্‌স।

টুপির নীচে ইট ছিল।
বাবা রে ! গেলুম রে।

ওই ছেলেদের দুষ্টুমি।

ইট ছুড়ে ওদের মাথা ফাটাব।

আরে, করো কী, করো কী ?

দুর ছাই, ইটটাকে তা হলে...

জলে ফেলে দেওয়া যাক।

ঠক্ !
?
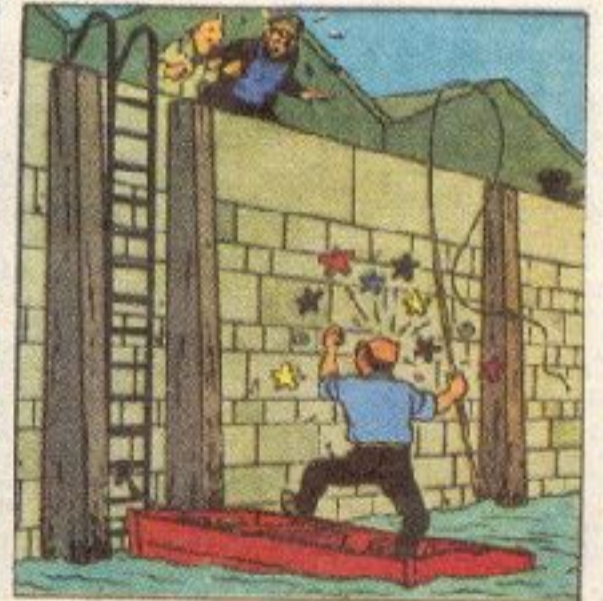
না, লোকটা আমাদের দেখতে পায়নি।
কী রে কুট্টুস, তুই আবার ওটা কী নিয়ে এলি ?
যাচ্চলে, সেই টুপিটা।
খবরদার, ওই নোংরা টুপিতে মুখ দিবি না।
কুট্টুস, যাস না বলছি।
আবার ওটা নিয়ে এলি ?
এটাকে জলে ফেলে দিই।
যাক, আর ওটাতে তোর মুখ দেওয়ার উপায় নেই।
?
চলে আয় কুট্টুস, চলে আয়।
ভৌ।
ভৌ।
ঝপাস!
!
!
ব্যাপার কী ? নোংরা একটা টুপির জন্যে...
এত দরদ কেন তোর ?
কী চাস তুই ?
!

'কালো বেড়াল' জাহাজে যখন জিনিস ওঠানো হচ্ছিল তখন একটা প্যাকিং কেসের তলায় এটা দেখতে পাই ।

(সমাপ্ত)

এর পর কী ঘটল পেরুতে ? জানা যাবে 'সূর্যদেবের বন্দি' কমিক্স-এ।